# Living the Lotus 7

2025
VOL. 238

## Buddhism in Everyday Life

### Rissho Kosei-kai of Taipei Celebrated Its 40th Anniversary on May 3

Living the Lotus
Vol. 238 (July 2025)

Senior Editor: Keiichi Akagawa
Editor: Sachi Mikawa
Copy Editor: Kanchan Barua, Protik Barua

*Living the Lotus* is published monthly
By Rissho Kosei-kai International,
Fumon Media Center, 2-7-1 Wada,
Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan.
TEL: +81-3-5341-1124
FAX: +81-3-5341-1224
Email: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

রিস্‌সো কোসেই-কাই ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নিক্কিয়ো নিওয়ানো এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা মিয়োকো নাগানুমা। এই সংস্থা হলো সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রকে পবিত্র মূল ধর্মগ্রন্থ হিসেবে নেয়া একটি গৃহী বৌদ্ধ ধর্মীয় সংস্থা। পরিবার, কর্মস্থল তথা সমাজের প্রতি ক্ষেত্রে ধর্মানুশীলনেরত শান্তিকামি মানুষের সম্মিলনের স্থান হলো এই রিস্‌সো কোসেই-কাই।

বর্তমানে, সম্মানিত প্রেসিডেন্ট নিচিকো নিওয়ানোর নেতৃত্বে, অনুসারীরা সকলে একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হিসেবে, বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসারে আত্ম-নিবেদিত। নানা ধর্মীয় সংস্থা থেকে শুরু করে, সমাজের নানাস্তরের মানুষের সাথে হাতে-হাত রেখে, বিশ্বব্যাপি নানা শান্তিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে এই সংস্থা।

লিভিং দ্যা লোটাস (সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের আদর্শ নিয়ে বাঁচা~দৈনন্দিন জীবনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রয়োগ) শিরোনামের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষাকে প্রতিপালন করে, কর্দমাক্ত মাটিতে প্রস্ফুঠিত পদ্ম ফুলের ন্যায় উন্নত মূল্যবান জীবনের অধিকারী হওয়ার কামনা সন্নিবেশিত। এই সাময়িকীর মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে দৈনন্দিন জীবনোপযোগী তথাগত বুদ্ধের দেশিত নানা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ইন্টারনেট সহযোগে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে আমরা বদ্ধপরিকর।

# দূর্লভ জীবন লাভের জন্য কৃতজ্ঞ

রেভারেন্ড নিচিকো নিওয়ানো
প্রেসিডেন্ট, রিস্‌সো কোসেই-কাই।

## অতীত থেকে শিক্ষা নেয়া

এই বছর জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের ৮০তম বার্ষিকীতে উপনীত হয়েছে। যুদ্ধ ঠিক নাকি ভুল— এখন সেই বিতর্কের অবকাশ নেই। কিন্তু টোকিওতে ভয়াবহ বিমান হামলা, ওকিনাওয়ায় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, এবং পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের মতো বর্ণনাতীত বিভীষিকার স্মৃতিগুলো—সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যেন ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে যাচ্ছে, যা হৃদয়ে এক গভীর বেদনাদায়ক অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। আমারও, বোমারু বিমানের সতর্কবার্তা শুনে আশ্রয়কেন্দ্রে ছুটে যাওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাই বিমান হামলা এবং যুদ্ধ থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের চিন্তাভাবনা এবং স্মৃতি কল্পনা করাও কঠিন..।

"গুলিবিদ্ধ হয়ে, আগুনে দগ্ধ হয়ে, অনাহারে মারা যাওয়া মৃতদেহের স্তূপ, যুদ্ধ চলছে। মৃত সন্তানের পকেটে থাকা বাদামি চিনি ছিল সেদিনের বিকেল তিনটার নাস্তা।"— ওকিনাওয়ার প্রখ্যাত কবি, মমহারা ইউকো-এর লেখা কবিতা।

জাপানি বাহিনী ও মিত্রশক্তির, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের, মধ্যকার সংঘর্ষে রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল । সেখানে প্রায় দুই লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়ে ওকিনাওয়া গভীর শোকে আচ্ছন্ন। সেই সঙ্গে, যুদ্ধের বিভীষিকায় জুনিয়র হাই স্কুলের দ্বিতীয় বর্ষের সন্তান হারানো মা মমহারা ইউকোর হৃদয়বিদারক মর্মবেদনা গভীরভাবে হৃদয়কে স্পর্শ করে।

তবে, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য, এমন দুঃখজনক ও নির্মম অতীতের মুখোমুখি হওয়া একান্ত প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। কারণ, অতীতের স্মৃতিগুলিকে হৃদয়ে ধারণ করে, তাতে নিহিত অনুশোচনা ও শিক্ষণীয় বিষয়গুলোকে প্রজ্ঞায় রূপান্তর করে একটি সুন্দরতর জগৎ গড়ে তোলা আমদেরই দায়িত্ব।

লেখিকা সোনো আয়াকো এ প্রসঙ্গে বলেন: "অপকর্ম, বিকৃতি, নির্মমতা ও উদাসীনতা ইত্যাদি আমাদের সামনে উপস্থাপিত হলে, তবেই আমাদের মধ্যে মানবিক হৃদয় গঠিত হয়।" (*সানকেই পত্রিকা, ১৩ জানুয়ারি ২০১৬-এ প্রকাশিত।*) "প্রতিকূল উদাহরণ" কথাটির মতোই, যুদ্ধের মতো মানবসৃষ্ট বিভীষিকার দিকে ফিরে তাকালে এবং নিজেদের মধ্যকার ভালো ও মন্দ প্রবৃত্তিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে, আমরা পূর্বের ভুল পুনরাবৃত্তি থেকে বিরত থাকার সংকল্প করি। একইসঙ্গে, আমাদের হৃদয়ে জন্ম নেয় সহানুভূতি ও মমতার এক সূক্ষ্ম কুসুম।

এই সময়ে পালিত ওবোন উৎসব ও যুদ্ধে নিহতদের স্মরণে অনুষ্ঠিত নানান অনুষ্ঠান কেবল তাদের আত্মার শান্তি কামনা করাই নয়, আমাদের আত্মদর্শনের, অনুতাপের, এবং আগামী দিনের কথা ভাবার এক গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ হতে পারে।

## মহান সম্প্রীতির চেতনা

শাক্যমুনি বুদ্ধ বলেছেন, "সকলেই দণ্ডকে ভয় করে, মৃত্যুর ভয়ে সকলেই সন্ত্রস্ত, নিজের সহিত তুলনা করে, কাহাকেও আঘাত করো না কিংবা হত্যার জন্য উৎসাহিত করো না।" যে বিষয়ে আমি আতঙ্কিত হই, যে বিষয়ে আমি ভয় অনুভব করি—অন্যরাও সেই একই ভয় ও শঙ্কা অনুভব করে। অর্থাৎ, সকল মানুষই শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদভাবে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে।

অন্যদিকে, জাপানের সর্বপ্রথম লিখিত আইন 'সপ্তদশ-ধারার সংবিধান'-এ, রাজকুমার শোতোকু যে বিখ্যাত বচনটি প্রথম অনুচ্ছেদে উপস্থাপন করেন, তা হলো "সম্প্রীতির চেতনাকে সর্বোত্তম মূল্যায়ন করো।" এই "সম্প্রীতির মূল্যবোধ" এবং "মহান সম্প্রীতির চেতনা" যুগ যুগ ধরে জাপানিদের হৃদয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে লালিত হয়ে আসছে।

তবে শাক্যমুণি বুদ্ধের বাণীর আলোকে দেখলে, একে কি আমরা পৃথিবীর সকল মানুষের অভিন্ন আকাঙ্ক্ষা—এক প্রাকৃতিক ও সার্বজনীন কামনা—বলতে পারি না? আর বিশ্বশান্তির সেই চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা পূরণের একমাত্র পথ হলো এই "মহান সম্প্রীতির চেতনা"—এর কোনো বিকল্প নেই।

ওকিনাওয়ায়, যেখান থেকে মমহারা-সান এসেছেন, সেখানে জাপানের বাকি অংশকে "ইয়ামাতো" বলা হয়। এটি সম্ভবত জাপানের ঐতিহাসিক নামগুলোর একটি "ইয়ামাতো" এর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। এই দেশের জনগণের মধ্যে, যারা মহান শান্তির প্রতীকও বটে, আমাদের মনে রাখা উচিত এক দৃঢ় সংকল্প—যদি আমরা সেই চেতনা বাস্তবায়নে অগ্রণী না হই, তাহলে আমরা কখনোই একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্ব বা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা করতে পারব না। অবশ্যই, ঘরেই যদি স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা, সন্তান-ভাইবোনদের মধ্যে ঝগড়া-তর্ক চলে, তাহলে আমরা অন্যদের কাছে "ইয়ামাতো"র মূল্যবোধ প্রচার করতে সক্ষম হব না। অতএব, "সেইকা" অর্থাৎ সুশৃঙ্খল পরিবার গড়ে তোলাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শান্তি আন্দোলন বলে আমি মনে করি, এবং এই বোধ নিয়ে জীবন যাপন করাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

তদুপরি, আমরা অবশ্যই বুদ্ধের শিক্ষা বিস্তার করব এবং মহান সম্প্রীতির এক বিশ্ব গড়ে তোলার জন্য সংগ্রাম করব, যাতে ঐ মর্মান্তিক ইতিহাস আর কখনো পুনরাবৃত্তি না হয়। মানব জাতি হিসেবে আমাদের দেওয়া এই অমূল্য জীবনের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ, এবং ভবিষ্যতের জন্য আমাদের করার একমাত্র কাজ হল এই মহৎ লক্ষ্যে নিজেকে নিবেদিত করা।

'কোসেই' জুলাই ২০২৫ইং।

# Spiritual Journey

## প্রতিটি সাক্ষাতে আমি বুদ্ধের কার্যকারীতা অনুভব করেছি

কুরোজিমা মাসাহিরো, রিস্‌সো কোসেই-কাই তাইপেই।

এই অভিজ্ঞতা বক্তব্যটি ৬ মে, ২০২৫ তারিখে "তাইপেই ব্রাঞ্চের প্রতিষ্ঠার ৪০তম বার্ষিকী" অনুষ্ঠানে উপস্থাপিত হয়েছিল।

এই গৌরবোজ্জ্বল দিনে, তাইপেই ব্রাঞ্চের প্রতিষ্ঠার ৪০তম বার্ষিকী উপলক্ষে আমাকে অভিজ্ঞতার বক্তব্য প্রদানের সুযোগ দেওয়ায়, আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

"২০১৫ সালের 'তাইপেই ব্রাঞ্চ প্রতিষ্ঠার ৩০তম বার্ষিকী উদযাপন' অনুষ্ঠানে, আমি 'তাইপেই ব্রাঞ্চের ইতিহাস পর্যালোচনা' শীর্ষক একটি পরিচিতি উপস্থাপনার দায়িত্ব লাভ করেছিলাম। এবার ৪০তম বার্ষিকী উপলক্ষে, বুদ্ধের আশীর্বাদে আমাকে অভিজ্ঞতামূলক ধর্মোপদেশ প্রদানের মতো এক মহামূল্যবান দায়িত্ব প্রদান করার জন্য আমি অন্তরের অন্তস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।"

আমি জাপানের ওকিনাওয়া প্রদেশের ইশিগাকি দ্বীপে চার ভাইবোনের জ্যেষ্ঠ সন্তান হিসেবে জন্মগ্রহণ করি। ১৮ বছর বয়সে স্থানীয় উচ্চবিদ্যালয় থেকে স্নাতক পাশ করে তাইওয়ানের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার জন্য পাড়ি জমাই। একজন জাপানি ছাত্র হিসেবে চীনা ভাষায় পাঠ অনুধাবন করা আমার জন্য খুবই কঠিন ছিল, তবে সহপাঠীদের উৎসাহ ও নিজের প্রচেষ্টায় বহু কষ্টের মধ্য দিয়ে আমি তাইওয়ানে আমার ছাত্রজীবন পার করি। বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করে আমি আবার ওকিনাওয়ায় ফিরে আসি, কিন্তু তখন সেখানে চীনা ভাষার দক্ষতা কাজে লাগানোর মতো কর্মক্ষেত্র খুবই সীমিত ছিল। অনেক ভেবেচিন্তে অবশেষে আমি টোকিওতে কাজ খোঁজার সিদ্ধান্ত নিই। টোকিওতে আসার পর প্রথম কয়েক মাস খণ্ডকালীন কাজ করে জীবনধারার ভিত্তি গড়ে তুলি, এরপর একটি সুপারমার্কেট পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরি পাই। পরবর্তীতে আমি একটি আন্তর্জাতিক কোম্পানিতে যোগ দিই, যারা বিদেশে মেশিনারী ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ রপ্তানি করে। সেখানে আমি তাইওয়ান ও চীনের গ্রাহকদের দায়িত্বে নিযুক্ত হই এবং একপর্যায়ে তাইওয়ানে প্রতিষ্ঠানের একটি শাখায় কাজ করার সুযোগ পাই। সেই সুবাদে আমি আবার তাইওয়ানে ফিরে আসি।

তাইওয়ানে কোম্পানিতে কাজ করার সময় আমি রিস্‌সো কোসেই-কাইয়ের ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে প্রথমবারের মতো যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাই। তখন আমাদের কোম্পানির একজন গুরুত্বপূর্ণ গ্রাহক ছিলেন তোয়ামা ব্রাঞ্চের যুব বিভাগের পরিচালক ওগো মহোদয়। তিনি যখন তাইওয়ানে ব্যবসায়িক সফরে আসেন, আমি জানতে পারি তিনি স্থানীয় একটি বৌদ্ধ মন্দিরে দর্শনে যেতে চান, যাতে তাইওয়ানে তার কাজ ভালভাবে এগিয়ে চলে। আমি তাকে তাইপেই শহরের এক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মন্দিরে নিয়ে যাই এবং সশ্রদ্ধভাবে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করি। সেই অভিজ্ঞতা ও সেবা প্রদানই আমাদের মধ্যে এক গভীর সম্পর্কের সূচনা করে। কিছুদিন পরে, ওগো মহোদয় স্নেহভরে বললেন, "এবার আমি তোমাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে যাব, যেখানে আমার পরিচিত এক বুদ্ধ আছেন।" এই কথার মধ্য দিয়ে আমি ২০০৫ সালে, তৎকালীন তাইওয়ান ব্রাঞ্চের প্রধান মাসুমি গোতো-এর নেতৃত্বে পরিচালিত রিস্‌সো কোসেই-কাই তাইওয়ান ব্রাঞ্চের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার এবং ধর্মীয় সংস্পর্শে আসার অনন্য সুযোগ লাভ করি।

আমি যখন শিশু ছিলাম, তখন আমার বাবা ও মা দুইজনেই আলাদা ধর্মে বিশ্বাস করতেন। সেই বিশ্বাসগত পার্থক্য থেকেই, আমাদের বাড়িতে প্রায়ই তর্কবিতর্ক হতো। তাদের এমন বিবাদপূর্ণ অবস্থায় বড় হতে হতে আমি সবসময় ভাবতাম—তারা তো দুজনেই নিজেদের সুখের জন্য ধর্মে বিশ্বাস করছেন, তাহলে কেন এত মতবিরোধ? কেন এই পারিবারিক অশান্তি দূর হচ্ছে না?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে খুঁজতেই, একদিন যুব বিভাগের পরিচালক ওগো মহোদয় আমাকে জানালেন যে, প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং উদ্যোগ নিয়ে একবার কিয়োতোতে বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের নেতাদের একত্র করেছিলেন, এবং সেখানে "বিশ্ব ধর্মীয় শান্তি সম্মেলন" অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি আরও বলেছিলেন, "সব ধর্মই মূলত একই শিকড় থেকে উৎপন্ন"—এই 'বহুধর্ম এক মূল' ভাবনার কথাও তিনি আমাকে শিক্ষা দেন। এই শিক্ষাগুলো আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। আমি রিস্‌সো কোসেই-কাই এর শিক্ষায় গভীরভাবে প্রভাবিত হই এবং প্রতিষ্ঠাতার

"তাইপেই ব্রাঞ্চের ৪০তম বার্ষিকী"তে বক্তব্য রাখছেন মি. কুরোজিমা

উপদেশ আরও গভীরভাবে জানতে আগ্রহী হয়ে উঠি। সেই থেকে আমি তাঁর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থগুলি একনিষ্ঠভাবে পাঠ করতে শুরু করি এবং তাঁর শিক্ষার অন্তর্নিহিত সত্য অনুধাবনে আগ্রহী হয়ে উঠি।

একই সময়ে, আমি ওগো মহোদয়ের ব্যক্তিগত নির্দেশনা ও সহায়তার মাধ্যমে তোয়ামা ব্রাঞ্চের নানা কর্মকান্ড ও প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করি। এছাড়াও, আমি প্রতিষ্ঠাতার জন্মস্থান নিগাতা প্রিফেকচারের তোওকামাচি শহরে অনুষ্ঠিত "উৎসব" সহ বিভিন্ন ধর্মীয় কার্যক্রমে অংশ নিই। জাপানে অবস্থানকালে ধর্মসভা, হোজা, তেদরি প্রভৃতি কোসেই-কাই এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করার সুযোগও হয়।

আমি অতীতে শুধু অলৌকিক ফল বা চমকপ্রদ উপকারিতা প্রচার করে এমন ধর্মমতের প্রতি একরকম বিরাগবোধ পোষণ করতাম, তবে নানা কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আমি উপলব্ধি করি যে, রিস্‌সো কোসেই-কাই হলো এমন একটি সাধনাক্ষেত্র, যেখানে প্রতিষ্ঠাতা আমাদের সঠিকভাবে 'সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের' গভীর তত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছেন, এবং জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে সেই শিক্ষাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার আহ্বান জানিয়েছেন। আমার ধর্মচর্চা যতই অগ্রসর হতে থাকে, আমি ততই বুঝতে পারি যে, কোসেই-কাই হলো এমন একটি মিলনমেলা, যেখানে শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তি পেয়েছে এমন মানুষরা এখন অপরের কল্যাণে নিজেকে নিবেদিত করতে চান এবং বোধিসত্ত্বর পথে অগ্রসর হন। আমি এই সত্যকে গভীরভাবে উপলব্ধি করি এবং খুব স্বাভাবিকভাবে কোসেই-কাইয়ের শিক্ষা গ্রহণ করি। এইভাবে আমার উপলব্ধি যত গভীর হয়, আমি ততই নিজেও সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষা অর্জনের জন্য একান্তভাবে কামনা করতে শুরু করি। আমি যেন শ্রদ্ধেয় প্রতিষ্ঠাতা, সম্মানিত প্রেসিডেন্ট, ওগো মহোদয় এবং তাইপেই ব্রাঞ্চপ্রধান চিয়েন মিয়াও ফ্যাং মহোদয়ের মতো একজন সহানুভূতিশীল, মমতাময়ী ও প্রজ্ঞাবান মানুষ হয়ে উঠতে পারি। এভাবে আমার জীবনে এক নতুন লক্ষ্য ও দিশা জন্ম নেয়।

আমি একজন যুক্তিবাদী স্বভাবের মানুষ ছিলাম। কিন্তু ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মচর্চার অভিজ্ঞতা একের পর এক জমা হতে থাকায় আমি শিখলাম—যে বিষয়গুলি যুক্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না, সেগুলোও বাস্তব জীবনে 'ঘটনা' হিসেবে উপস্থিত হয়। এসব ঘটনা ছাড়া আমি আর কিছুই বলতে পারি না—এ যেন একান্তভাবে বুদ্ধের কার্যকারীতা ও আশীর্বাদ। এমনই আশ্চর্যজনক অনুকম্পার যোগসূত্রে আমি প্রতিদিন নতুনভাবে রিস্‌সো কোসেই-কাই এর শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হতে থাকি। এই ধারাবাহিকতার মাঝে, আমি ভাবতে শুরু করি—তাইওয়ানে যদি স্থায়ীভাবে জীবন গড়তে হয়, তাহলে কেবলমাত্র কোনও প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর না করে, নিজেই কিছু একটা শুরু করতে হবে। এই চিন্তা থেকে আমি ২০০৬ সালে নিজের চাকরি ছেড়ে দিই এবং চাকরিজীবনে সঞ্চিত অর্থ লগ্নি করে তাইপেই শহরের মধ্যে একটি রেস্তোরাঁ চালু করি। কিন্তু দুঃখজনকভাবে বিষয়টি আশানুরূপ এগোয়নি। কয়েক মাসের মধ্যেই সেই রেস্তোরাঁ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হই। তবে, এই ব্যর্থতা পরেও বুদ্ধের আশীর্বাদে আমার জীবনে একটি নতুন সুযোগ আসে। আমি জাপানে প্রধান কার্যালয়যুক্ত একটি সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট কোম্পানির তাইওয়ান শাখার ব্যবস্থাপক হিসেবে কাজ করার সুযোগ পাই। এই কাজের সূত্রে আমি চীনসহ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সহ বহু দেশ ভ্রমণ করার সুযোগ লাভ করি এবং বহির্বিশ্ব সম্পর্কে আমার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অনেক প্রসারিত হয়। এরপর, ২০১৩ সালে আমার স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর, আমি আবারও খাদ্য ও পানীয় ব্যবসায় নতুনভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করি। বুদ্ধের আশীর্বাদে আমি তাইপেই শহরের মধ্যেই একটি নতুন ইজাকায়া (জাপানি রেস্তোরাঁ) চালু করার সুযোগ পাই। শুরুতে আমার স্ত্রীর ছোট বোন দোকানের ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন, পরে আমার স্ত্রীও সক্রিয়ভাবে ব্যবসা পরিচালনায় যুক্ত হন। ধীরে ধীরে ব্যবসা সফলতা পেতে শুরু করে, এবং বর্তমানে আমরা কয়েকজন কর্মচারী নিয়োগ করে একটি ছোট কিন্তু জমজমাট দল গঠন করতে পেরেছি।

এই সময়ে, ২০২০ সালে শুরু হওয়া বৈশ্বিক কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে খাদ্য ও পানীয় শিল্প মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং পুরো শিল্পের কার্যক্ষমতা ব্যাপকভাবে কমে যায়। তাইওয়ান সরকার সংক্রমণ রোধের জন্য রেস্তোরাঁগুলোর আসনের সংখ্যা কমানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে, এমনকি এক পর্যায়ে দোকানের ভিতরে খাবার খাওয়া-দাওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে। এর ফলে আমার পরিচালিত ইজাকায়া ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং যতটা কঠোর পরিশ্রম করে সঞ্চয় করেছিলাম, তা দ্রুত শেষ হয়ে যায়। কীভাবে এই কঠিন পরিস্থিতি পার করেছি তা স্পষ্টভাবে মনে নেই—এটি ছিল একের পর এক কঠোর এবং তীব্র সংগ্রামের ধারাবাহিকতা।

যখন স্বাভাবিকভাবে কিছু করা যাচ্ছিল না, সেইসময় আমি ওগো মহোদয়ের কাছ থেকে শুনলাম যে তাঁর স্ত্রী ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তাঁর স্ত্রী অনেক লোকের সহায়তা করেছেন এবং বহু পুণ্য অর্জন করেছেন, তাই আমি ভাবতাম যে তারা অবশ্যই বুদ্ধের কর্তৃক রক্ষিত হবেন এবং সুস্থ হয়ে উঠবেন, এবং কোভিডের পর আবার আমি তাঁর স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারব—এই বিশ্বাস আমার কাছে মোটামুটি নিশ্চিত মনে হচ্ছিল। কিন্তু একদিন, শুনলাম তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন—এই দুঃখজনক সংবাদ পেয়ে মনে হলো কেউ আমার মাথায় মুষ্টি দিয়ে আঘাত করেছে, এবং কয়েকদিন শুধু হতবাক ও নিশ্চুপ হয়ে ছিলাম। আমার মনে প্রশ্নগুলো জমা হতে লাগল, "ওগো মহোদয় ও তাঁর স্ত্রী এতদিন কোসেই-কাই এ অনেক ধর্মানুশীলন করেছেন এবং দৈনন্দিন জীবনে অনেক মানুষের সহায়তা করেছেন, তাহলে কেন এমন অপ্রত্যাশিত বিচ্ছেদ ঘটল? এই শিক্ষা কি সত্যিই মানুষকে সুখী করে তোলে?" এই সমস্ত প্রশ্নে আমার

বিশ্বাস বেশ নড়বড়ে হয়ে উঠল।

অবশেষে, ২০২২ সাল থেকে কোভিড মহামারি ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে এবং আমার ইজাকায়ার ব্যবসায় কিছুটা সংকট কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হই। পাশাপাশি, সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট কোম্পানির কর্মক্ষমতাও এবং কঠোর পরিশ্রমের ফলস্বরূপ আমরা বিদেশে ব্যাপকভাবে বিক্রয় চ্যানেল বিস্তার করতে সক্ষম হই। তবে এর ফলে আমার কাজের চাপ আগের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে যায়, অতিরিক্ত কাজ করার ফলে ২০২২ সালের শেষে হঠাৎ পেটের তীব্র ব্যথা শুরু হয়। ডাক্তাররা আমাকে অন্ত্রপ্রদাহ রোগে আক্রান্ত বলে নির্ণয় করে জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে ভর্তি করেন। সৌভাগ্যবশত অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন পড়েনি, তবে ৩৬ দিন ধরে হাসপাতালে থাকতে হয়েছে। অসুস্থ হয়ে বিষন্নতায় আক্রান্ত হই। পরিবার ও সহকর্মীদের আমি দুশ্চিন্তায় ফেলে দিই।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরও সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট কোম্পানির কাজের পরিমাণ অপরিবর্তিত ছিল, এবং চীনা ও ইংরেজি ভাষায় লেনদেন হওয়ার কারণে জাপানের সদর দফতর থেকে পর্যাপ্ত সহায়তাও পাননি, ফলে তীব্র কর্মব্যস্ততা অব্যাহত রইল। ঘুমের অভাবে শারীরিক ও মানসিকভাবে অত্যন্ত ক্লান্ত থাকলেও নিজে তা বুঝতে পারিনি। তবে এক পর্যায়ে হঠাৎ অনুভব করলাম যে এই অবস্থায় শরীর আর টিকবে না। কিন্তু পরিবর্তে কাজের ভার দেওয়ার মতো কোনও কর্মী না থাকার কারণে, বিশ্রাম নিতেও পারছিনা, তাছাড়া কাজ ত্যাগ করাও সম্ভব ছিল না, ফলে মানসিকভাবে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম।

আমি স্বভাবতই একজন আশাবাদী মানুষ এবং এর আগে কখনও মনে করিনি যে আমি মানসিক রোগে আক্রান্ত হতে পারি। কিন্তু এই সময়ে আমি প্রথমবারের মতো বিষন্নতার শিকার হই এবং এর ফলে আমার স্ত্রী, পরিবার এবং কোম্পানির কর্মীদের অনেক চিন্তা ও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এমন অবস্থায়, আমি মানসিক শান্তি খুঁজে পেতে তাইপেই ব্রাঞ্চে গিয়েছিলাম এবং ব্রাঞ্চপ্রধান চিয়েন মহোদয়ের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করেছিলাম। তিনি আন্তরিকভাবে আমার সমস্ত মনের কথা শুনে, আমার জন্য বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যাতে আমার অবস্থা উন্নতি হয়। আমি চিয়েন মহোদয়ের প্রতি আবারও গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এটি একটি অতি কষ্টদায়ক অভিজ্ঞতা ছিল, কিন্তু এর মাধ্যমে মানুষের কষ্টকর অনুভূতি কিছুটা হলেও উপলব্ধি করার মতো ক্ষমতা অর্জন করতে পেরেছি বলে মনে করি।

বিকেলের সামাজিক অনুষ্ঠানে ওকিনাওয়ার লোকসঙ্গিত পরিবেশন করছেন মি.কুরোজিমা

বর্তমানে আমি সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি থেকে অবসর নিয়েছি এবং আবার রেস্তোরাঁ ব্যবসায় মনোনিবেশ করেছি। আমি আমার স্ত্রী ও পরিবারের সাথে আরও বেশি সময় কাটাতে চাই এবং আমার কর্মীদের সাথে আস্থা ও সম্পর্ক পুনর্নির্মাণের সময় এসেছে বলে বিশ্বাস করি।

গত বছর, যখন আমি আমার অনুভূতির পরিবর্তন অনুভব করতে শুরু করেছিলাম, তখন "তাইপেই ব্রাঞ্চ প্রতিষ্ঠার ৪০তম বার্ষিকী" অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির জন্য তাইওয়ান সফরকারী আন্তর্জাতিক মিশন বিভাগের পরিচালক রেভা. আকাগাওয়া এবং মিঃ ইয়াজিমাসহ সদর দপ্তরের অন্যান্য কর্মীরা আমার দোকানে এসে উপস্থিত হন। সেই সময় আমি আমার ধর্মবিশ্বাসের ইতিহাস তাদের সামনে শেয়ার করেছিলাম। সেই কথোপকথন থেকেই সৃষ্টি হয় একটি গভীর সম্পর্ক, যার ফলে আমি ৪০তম বার্ষিকী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ পেলাম এবং এবার অভিজ্ঞতার আলোকে বক্তব্য প্রদানের দুর্দান্ত সুযোগ লাভ করি।

ধর্ম বিশ্বাস থেকে কিছুটা দূরে সরে গিয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু অভিজ্ঞতার বক্তব্য দেওয়ার সুযোগের মাধ্যমে আমি আবারও উপলব্ধি করতে পেরেছি যে আমি বুদ্ধ অসীম আশীর্বাদ লাভ করেছি। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি ভবিষ্যতে, আমি কখনো জোরাজুড়ি করবো না, অবহেলাও করবো না, তাড়াহুড়ো করবো না কিংবা ক্লান্ত হয়ে হাল ছাড়বো না; বরং আমি আমার সাধ্যের মধ্যে থেকে, অপরের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করবো এবং বুদ্ধের করুণাময় আশীর্বাদ লাভের চেষ্টা করবো। আমি যদিও অনভিজ্ঞ, তবুও ঐকান্তিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা রাখি।

আমি আজকের ৪০তম বার্ষিকী অনুষ্ঠানে অভিজ্ঞতার আলোকে বক্তব্য প্রদান, ব্রাঞ্চের ইতিহাসের পরিচিতি এবং বিকেলের পারস্পরিক ভাববিনিময় অনুষ্ঠানের পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছি। আমি দৃঢ় সংকল্প করছি যে, আমি কখনোই বুদ্ধের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারি না, এবং যদিও আমি দুর্বল, তবুও আমি প্রাপ্ত দায়িত্বগুলো যথাসাধ্য নিষ্ঠার সাথে পালন করবো। তাইপেই সকল সংঘবন্ধুদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে, আজকের এই স্মরণীয় অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ করে ধর্মানুশীলনে আরও দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হওয়ার প্রতিজ্ঞা করছি।

চলুন বিকেলের অনুষ্ঠানটিও সকলে মিলে প্রাণবন্ত করে তুলি।

মনোযোগ সহকারে শুনবার জন্য আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

# কার্টুন, রিস্‌সো কোসেই-কাই প্রবেশিকা

## রিস্‌সো কোসেই-কাই এর স্থাপনা

### ধর্মচক্রভবন অতিথিশালা

পাদটিকা

"ধর্মচক্র" বলতে, বুদ্ধের সেই উপদেশ বা ধর্মপ্রবচন, যা মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও বিভ্রান্তি দূর করে। প্রাচীন ভারতের আদর্শ রাজা চক্রবর্তী রাজা-র চক্রাকৃতি (চাকা-সদৃশ) অস্ত্রের উপমায় একে প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও, "ধর্মচক্র" এই ধারণাটি বোঝায়— যেভাবে বুদ্ধের শিক্ষা এক ব্যক্তি থেকে আরেক ব্যক্তির মধ্যে গড়িয়ে পড়া চাকার মতো ছড়িয়ে পড়ে ও চলতে থাকে।

বিশ্বের ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের নেতৃবৃন্দগণ একত্রিত হয়ে শান্তি নিয়ে মতবিনিময় করার একটি মহৎ লক্ষ্যে, ১৯৭৮ সালে—সংগঠনের প্রতিষ্ঠার ৪০তম বার্ষিকী উপলক্ষে—এই ভবনটি নির্মিত হয়।

হলঘরে স্থাপন করা হয়েছে এগারোটি মস্তক, সহস্রহস্ত ও সহস্রচক্ষু বিশিষ্ট অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের এক বিশাল মূর্তি। লবিতে শোভা পাচ্ছে প্রতিষ্ঠাতার অঙ্কিত "বুদ্ধের বোধিলাভ" এবং "প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন" বিষয়ক চিত্রদ্বয়ের ভিত্তিতে নির্মিত সূক্ষ্ম নকশাকৃত বুননচিত্র।

এছাড়া, চারপাশের উদ্যান ঘন সবুজ বৃক্ষরাজি ও লতাগুল্মে পূর্ণ, যা নগরজীবনের কোলাহল ভুলিয়ে এক শান্ত ও প্রশান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টি করে।

※ ব্যক্তিগত ব্যবহার, অনুমতি ব্যতিত অনুলিপি তৈরী কিংবা পুনঃমুদ্রণ না করার জন্য অনুরোধ রইল।

# একযান রত্নস্তূপ

সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতার মহাপ্রয়ানের এক বছর পর, ২০০০ সালের অক্টোবর মাসে, ধর্মচক্র অতিথি শালার উদ্যানের পূর্ব পাশে একটি "একযান রত্ন স্তূপ" নির্মাণ করা হয়। এই স্তূপের ভিতরে প্রতিষ্ঠাতার 'অস্তি ধাতু' সহ, তাঁর ব্যবহৃত প্রিয় ধর্মগ্রন্থ 'ত্রিখণ্ড পুণ্ডরীক সূত্র', জপমালা, এবং ধর্ম প্রচারে ব্যবহৃত বিশেষ বস্ত্র ইত্যাদি সংরক্ষিত আছে।

এই স্তূপ নির্মাণের মাধ্যমে, শ্রদ্ধেয় প্রতিষ্ঠাতার উপদেশ, পদচিহ্ন এবং মানবিক গুণাবলি স্মরণ করে, তাঁর ইচ্ছাকে চিরকাল বহন করার অঙ্গীকার প্রকাশ করা হয়েছে।

সবুজে ঘেরা এই একযান রত্ন স্তূপ এর সামনে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে, শ্রদ্ধেয় প্রতিষ্ঠাতার কণ্ঠস্বর শুনতে চেষ্টা করুন এবং নিজের হৃদয়ের দিকে একবার ফিরে তাকান।"

পাদটিকা

একযান রত্ন স্তূপ -এর মোট উচ্চতা প্রায় ১০ মিটার এবং প্রস্থ প্রায় ৫ মিটার। মূল স্তম্ভের ব্যাসার্ধ ২.৭ মিটার। ছাদ ও চূড়ার (উপরের অলংকৃত অংশ) অংশ ব্রোঞ্জ (কাঁসা) দিয়ে তৈরি।"

※ ব্যক্তিগত ব্যবহার, অনুমতি ব্যতিত অনুলিপি তৈরী কিংবা পুনঃমুদ্রণ না করার জন্য অনুরোধ রইল।

# বুদ্ধের মতো অনুভূতি সহকারে

## মৈত্রী-করুণা থেকে উৎপন্ন উপায়-কৌশল্য

রেভারেন্ট নিক্কিও নিওয়ানো
প্রতিষ্ঠাতা, রিস্‌সো কোসেই-কাই।

সম্প্রতি আমি অনেক সদস্যদের আক্ষেপ করে বলতে শুনি, 'আমি চেষ্টা করছি যাতে যত বেশি সম্ভব মানুষের কাছে ধর্মের বাণী পৌঁছে দিতে, কিন্তু কেউ তেমন আগ্রহ সহকারে শুনতে চায় না'। এর জবাবে আমার উত্তর একটা: 'বুদ্ধের মতো হৃদয় নিয়ে উপদেশ দিন।' সেটিই আসল কথা।

শাক্যমুনি বুদ্ধ তাঁর প্রচারিত সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের 'উপায়-কৌশল্য' অধ্যায়ে বলেছেন: 'যদি কেউ ধর্মের কথা শুনে, তবে এমন কেউ থাকবে না যে বুদ্ধত্ব লাভ করবে না।' বুদ্ধ এই কথাটি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন। সুতরাং, সেই বাণীকে হৃদয়ে ধারণ করে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে 'ধর্ম' প্রচার করুন। তবে মূল বিষয়টি হলো—কীভাবে সেই উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, অর্থাৎ উপদেশ প্রদানের 'পদ্ধতি'। স্বয়ং ভগবান বুদ্ধও, যাঁরা দুঃখ ও বিভ্রান্তিতে ক্লিষ্ট, এমন প্রতিটি মানুষকে তাঁর নিজস্ব অবস্থা অনুযায়ী আলাদাভাবে—ব্যক্তি ও পরিস্থিতিনির্ভর বাস্তব নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এটিই হলো তথাগত কর্তৃক ব্যবহৃত 'অসংখ্য উপায়-কৌশল্য।'

উদাহরণস্বরূপ, এক ব্যথিত মা তাঁর মৃত শিশুকে কোলে নিয়ে চিৎকার করে কাঁদছিলেন: "কেউ কি এই শিশুর জন্য কোনো ওষুধ দিতে পারেন?" তখন বুদ্ধ বললেন, "আমি একটি কার্যকরী ওষুধের সন্ধান দিতে পারি। তুমি একটিমাত্র এমন বাড়ি খুঁজে নিয়ে এসো, যেখানে কখনো কেউ

মারা যায়নি। সেখান থেকে কিছু পরিমাণে সরিষাবীজ নিয়ে এসো।" মা তখন শহরের প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে অনুসন্ধান করতে থাকলেন। কিন্তু কোনো বাড়ি খুঁজে পেলেন না, যেখানে কেউ না কেউ মৃত্যুবরণ করেননি। তখন তাঁর চেতনা জেগে উঠল: "শুধু আমার শিশুই মারা যায়নি, মৃত্যু তো জীবনেরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। বুদ্ধ এই সত্যটিই বুঝিয়ে দিলেন।" এই উপলব্ধির মধ্য দিয়েই তিনি নিজেকে সামলে নিতে পেরেছিলেন। এই ধরনের 'উপায় বা কৌশল' অন্তরের গভীরতম স্তরে তখনই আসে যখন—"আমি সত্যিই এই মানুষটিকে উদ্ধার করতে চাই" এমন মমতাপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা থাকে। এই করুণাময় চিন্তা থেকেই উৎসারিত হয় সত্যিকারের সহানুভূতিপূর্ণ ও বাস্তবসম্মত পথনির্দেশ।

একবার—সব ভিক্ষু মন্দির ছেড়ে চলে যাওয়ার পর, এক ভিক্ষু ভীষণ পেটব্যথায় কাতরাচ্ছিলেন। দুর্বল শরীরে নিজেরই ত্যাগকৃত মলমূত্রে ভিজে দুঃস্থ অবস্থায় মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছিলেন। এই দৃশ্য নিজ চোখে দেখে, ভগবান বুদ্ধ নিজেই এগিয়ে আসেন। তিনি ভিক্ষুকে বাহিরে নিয়ে আসেন, তাঁর মলিন ও দুষিত বস্ত্র খুলে দেন, গায়ে লেগে থাকা মল-মূত্র পরিষ্কার করেন, এবং ধোয়া পরিষ্কার বস্ত্র পরিয়ে দেন। এরপর তিনি সেই ঘরটি পরিচ্ছন্ন করেন, নতুন ঘাস বিছিয়ে ভিক্ষুকে সেখানে বসতে বলেন। এরপর বুদ্ধ খুব সহজ ভাষায়, একজন মানুষের জন্য সঠিক জীবনপথ কী হওয়া উচিত—তা ব্যাখ্যা করেন। এই সহানুভূতি ও আদর্শ পথনির্দেশ পেয়ে ভিক্ষু একান্তভাবে শান্ত ও স্বস্তি অনুভব করেন। পরে তিনিই বৌদ্ধধর্মের একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন।

এই ঘটনাটিও আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে "করুণাই হলো সবকিছুর মূল সূচনা বিন্দু"। এটি আমাদের হৃদয়ের গভীরে স্থায়ীভাবে গেঁথে রাখা দরকার। যদি কারো মধ্যে বুদ্ধের মতো করুণাময় মন থাকে, যদি সেই করুণাপূর্ণ হৃদয়ে কর্ম সম্পাদন করে—তবে তা অবশ্যই অন্যের অন্তরে পৌঁছে যায়।

যে-ই হোক না কেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই বুদ্ধের মতো গুণাবলি—অর্থাৎ "বুদ্ধত্বের বীজ" নিহিত থাকে। সবারই সত্য উপলব্ধির উপযুক্ত সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এই সম্ভাবনা এখনো একটি ডিমের মতো—যা নিজে নিজে ফেটে বেরোতে পারে না। ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে বেরোতে হলে যেমন মায়ার আঁচে তা উষ্ণ রাখতে হয়, তেমনি এই অন্তর্নিহিত বুদ্ধত্বের বিকাশের জন্য প্রয়োজন মৈত্রী-করুণার উষ্ণতা। আর সেই উষ্ণ হৃদয়—ঠিক একটি মা-মুরগির মতো—মৈত্রীর মমতাময় বক্ষ, যাকে বলা হয় "করুণাময় হৃদয়"।

নিওয়ানো নিক্কিও বাণী সংগ্রহ ১ 『বোধিবীজকে জাগ্রত করা』 পৃষ্ঠা ৭৯-৮১।

# Director's Column

## শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাই হলো পরলোকগত সত্তার সদগতি কামনার শ্রেষ্ঠ উপায়।

Rev. Keiichi Akagawa
Director, Rissho Kosei-kai International

সবাইকে মৈত্রীময় শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
টোকিও বর্ষাকাল শেষপ্রান্তে পৌঁছেছে, এবং প্রকৃত গ্রীষ্মের আগমন প্রায় দ্বারপ্রান্তে। আশা করি, আপনারা সকলে সুস্থ ও শান্তিতে দিন কাটাচ্ছেন।
জুলাই মাসে পালিত হয় ওবোন উৎসব। এটি এমন এক সময়, যখন সদ্যপ্রয়াত আত্মা থেকে শুরু করে প্রজন্মের পর প্রজন্মের পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে, মন্দিরে ও প্রতিটি পরিবারে স্মরণসভা ও পূণ্যার্জনের আয়োজন করা হয়। বিশেষত, এ বছরটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের ৮০তম বর্ষপূর্তির স্মৃতিবাহী একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়।
আমাদের ঘরের বুদ্ধের আসনে পূর্বপুরুষের মরণোত্তর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে অর্পণ করেছি, এবং যারা যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁদের প্রতিও অন্তর থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চাই, এবং সেই সঙ্গে সমাজে সত্যিকারের শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, নিজ নিজ স্থান থেকে বোধিসত্ত্বের আদর্শে জীবনযাপন ও কর্মে পরিণত করার সংকল্প করি।
এই মাসে, শ্রদ্ধেয় প্রেসিডেন্ট 'দূর্লভ জীবন লাভের জন্য কৃতজ্ঞতা' শীর্ষক ধর্মোপদেশ প্রদান করেছেন। জীবনের মহত্ত্ব নিয়ে চিন্তা করলে আমার মনে পড়ে 『ধম্মপদ』-এর একটি অংশ—"মানবজীবন লাভ দুর্লভ; যদিও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তবুও এখন বেঁচে থাকাটাই এক বিরাট আশীর্বাদ। সত্য ধর্ম শ্রবণ করাও দুর্লভ, আর তেমনি দুর্লভ হলো এ জগতে বুদ্ধের আবির্ভাব।"
এই মাস ও আগামী মাসজুড়ে, আমরা বিভিন্ন স্মরণসভা ও প্রার্থনার মাধ্যমে জীবন ও অস্তিত্বের মর্যাদা ও মূল্য নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার সুযোগ পাব। শান্ত অন্তরে প্রার্থনায় নিমগ্ন থেকে, আমরা আমাদের পরিবার, কর্মস্থলসহ প্রতিদিনের জীবনের পরিসরে ধাপে ধাপে শান্তির ভিত্তি নির্মাণে আত্মনিয়োগ করব—ঠিক যেভাবে সম্মানিত প্রেসিডেন্ট আমাদের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।
যাঁরা ভবিষ্যতের প্রতি আশা রেখে এ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেছেন, তাঁদের জন্য এ চেষ্টাই হবে সর্বোৎকৃষ্ট স্মরণ ও সত্যিকারের পূণ্য নিবেদন—অন্তর থেকে এই প্রার্থনাই করি।

"১৫ মে, লস অ্যাঞ্জেলেস ব্রাঞ্চ থেকে আসা প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানানো হয়; সামনের সারির মাঝখানে—বিভাগীয় প্রধান রেভা. আকাগাওয়া।"

# A Global Buddhist Movement

**Information about local Dharma centers**

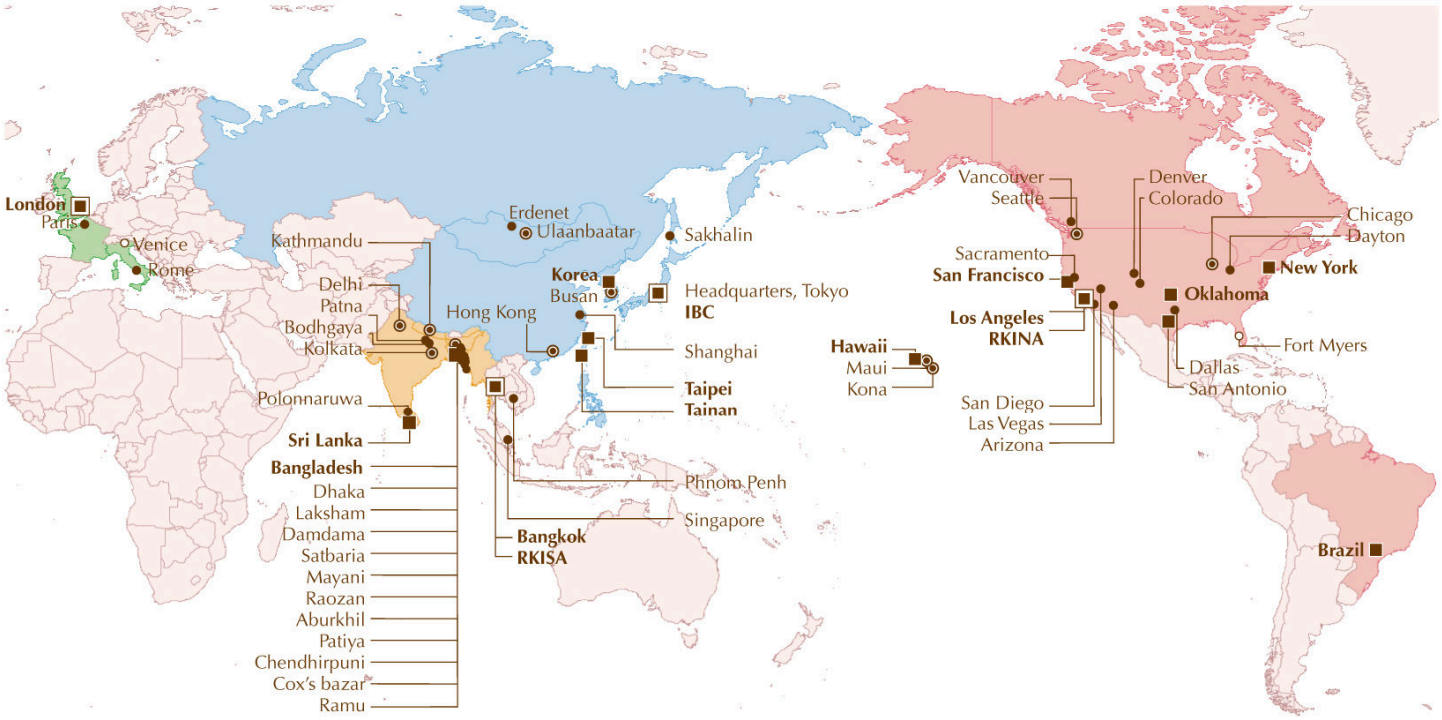

facebook

X

We welcome comments on our newsletter Living the Lotus: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp